

Newspaper reports on launching of books on tea workers. 11 November 2023

Two books on tea workers published and discussion held

UNB NEWS, DHAKA, NOVEMBER 12, 2023



Two books titled 'Cha Sramiker Katha' And 'Cha Sramiker Majuri: Maliker Labh, Sramiker Lokshan' were published at the National Press Club on Saturday.

Both books were written, edited and principally researched by Philip Gaine.

PPRC Executive Chairman Dr Hossain Zillur Rahman presided over the function organized by Society for Environment and Human Development (SEHD), Bratyajan Resource Centre (BRC) and Power and Participation Research Centre (PPRC).

After the book was unveiled, a regular discussion meeting was held on the rights of tea workers and the newly published books. Vice President of Bangladesh Tea Workers Union, Juri Valley Mrs Bauri, Acting General Secretary of Bangladesh Tea Workers Union Mr Nripen Paul and President of Bangladesh Trade Union Mr Tapan Dutta spoke on behalf of the tea workers.

On the other hand, Chairman of Bureau of Economic Research of Dhaka University Professor MM Akash, Supreme Court lawyer Barrister Jyotirmoy Barua, United News of Bangladesh's Editor Farid Hossain and Dhaka University Professor Sanjida Akter spoke on the occasion.

UNB Editor Farid Hossain said, "The employers pay low wages to the workers. But why can't they pay more, there is no audit. The book has the story of tea workers, the story of their deprivation, the story of discrimination, the story of losing, the story of winning."

the sufferings of the tea workers, Mrs Bauri, Vice President of Bangladesh Tea Workers Union, Juri Valley, said, "We just want our industries to survive and those of us who are workers just want to live after eating a little. We want to teach our children to read."

Accessed at: <https://unb.com.bd/category/Bangladesh/two-books-on-tea-workers-published-and-discussion-held/125567>



13 November, 2023

Two books on tea workers published

November 13, 2023

Two books titled 'Cha Sramiker Katha' And 'Cha Sramiker Majuri: Maliker Labh, Sramiker Lokshan' were published at the National Press Club on Saturday, reports UNB.

Both books were written, edited and principally researched by Philip Gaine.

PPRC Executive Chairman Dr Hossain Zillur Rahman presided over the function organised by Society for Environment and Human Development, Bratyajan Resource Centre and Power and Participation Research Centre.

Accessed at: <https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/two-books-on-tea-workers-published-1699812159>

প্রথম আলো

১১ নভেম্বর ২০২৩

শ্রমিকেরা তাঁদের কথা শোনানোর সুযোগও পাচ্ছেন না: হোসেন জিল্লুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রকাশ: ১১ নভেম্বর ২০২৩, ১৮: ৪১



ক্যাপশন: জাতীয় প্রেসক্লাবে চা-শ্রমিকদের নিয়ে দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আজ ছবি: প্রথম আলো

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, চা-শ্রমিকসহ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকেরা তাঁদের কষ্টের কথা শোনাতে চাইছেন। কিন্তু এখন শ্রমিকেরা তাঁদের কথা শোনানোর সুযোগও পাচ্ছেন না।

আজ শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে চা-শ্রমিকদের নিয়ে দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে এ কথা বলেন অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর।

যে দুটি বইয়ের আজ প্রকাশনা উৎসব ছিল সেগুলো হলো ‘চা শ্রমিকের কথা’ ও ‘চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান’।

‘চা শ্রমিকের কথা’ বইটি মূলত চা-শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের চা-শিল্প নিয়ে। অন্যটি চা-শ্রমিকের মজুরি এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে ২০১২ সালের আগস্ট মাসে চা-শ্রমিকদের ১৯ দিনের নজিরবিহীন ধর্মঘট নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং নানা তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ।

প্রকাশনা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজক সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

হোসেন জিল্লুর রহমান আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন। সম্মানিত অতিথি ও আলোচক হিসেবে ছিলেন চা-শ্রমিকদের প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকারকর্মী।

‘চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান’ বইটিতে বলা হয়েছে, ‘দেশের চা শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম। বাংলাদেশের অন্য কোথাও চা শ্রমিকের মজুরি থেকে কম মজুরি আছে বলে জানা যায় না। ২০১৯-২০২০ সালে তাদের দৈনিক মজুরি ছিল ১২০ টাকা, তার আগের দুই বছর ছিল ১০২ টাকা (এ মজুরি “এ” শ্রেণির বাগানের জন্য: “বি” ও “সি” শ্রেণির বাগানে মজুরি আরও এক-দুই টাকা কম)। আর ২০০৮ সালে একজন চা শ্রমিকের মজুরি ছিল ৩২ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।’

চা-শ্রমিকদের নানামুখী বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, দেশের চা-শ্রমিকেরা তাঁদের কষ্ট বহন করে আসছেন শতাব্দীকাল ধরে। তাঁরা যে প্রশ্ন তুলছেন, তা ন্যায্যতার প্রশ্ন, অন্যায় কিছুই নয়।

হোসেন জিল্লুর বলেন, নানা ধরনের অঙ্কের মারপ্যাঁচে দেশের চা-শ্রমিকসহ বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের ফেলে দেওয়া হয়। এখন শ্রমিকদের তাঁদের দাবির আন্দোলনের পাশাপাশি অঙ্কের যুদ্ধও করে যেতে হবে।

দেশের চা-বাগানগুলোতে কাজ করেন ১ লাখ ৪০ হাজার ১৮৪ শ্রমিক। সেড ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১৫৬টি চা-বাগানে গবেষণা চালিয়ে এসব বাগানে ৮০টির মতো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী পেয়েছে। তাদের মধ্য থেকে ২৩টি সরকারের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর তালিকায় স্থান পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের সেডের পরিচালক ফিলিপ গাইন বলেন, ‘চা-শ্রমিকদের অনেক কম মজুরি দিয়ে চা-বাগানে ধরে রাখার কৌশল এখনো চা-বাগানের মালিকেরা ব্যবহার করছেন। তবে মাঝেমাঝে চা-শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেন এবং কিছু আন্দোলন, সংগ্রাম, ধর্মঘট করার চেষ্টা করেন। এযাবৎকালে বাংলাদেশে চা-শ্রমিকেরা যেসব প্রতিবাদ-সমাবেশ ও ধর্মঘট করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধর্মঘট আমরা দেখলাম ২০২২ সালের ৯ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত।’



ক্যাপশন: ‘চা শ্রমিকের কথা’, এবং ‘চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান’ বই দুটি প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আলোচকেরা ছবি: প্রথম আলো

বই দুটির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফিলিপ গাইন বলেন, চা-শ্রমিকের প্রতি সুবিচার করতে শ্রম আইনের বাস্তবায়ন এবং শ্রম আইনে চা-শ্রমিকদের প্রতি যে বৈষম্য বিদ্যমান, তা দূর করতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর

দায়িত্ব ও মালিকের দায়বদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে। বইগুলো চা-শ্রমিক ও চা-জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থা বুঝতে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের অধ্যাপক এম এম আকাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান, ইউএনবির সম্পাদক ফরিদ হোসেন, আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, চা-শ্রমিকনেতা তপন দত্ত, চা-শ্রমিক শ্রীমতি বাউরি প্রমুখ।

Accessed at: <https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/h307773xm6>

The Business Post

11 November, 2023

Intellectual struggle essential to secure tea workers' rights: Experts

Staff Correspondent

11 Nov 2023 21:13:11 | Update: 11 Nov 2023 21:13:11



Experts at a discussion on the inauguration of two books on tea workers in Bangladesh emphasised the importance of intellectual struggle, in addition to field struggle, in securing the rights of tea workers.

The discussion was held at the National Press Club on Saturday.

The two books, Cha Sramiker Katha and Cha Sramiker Mojuri: Maliker Labh, Sramiker Loksan, were authored by Philip Gain.

The discussion was chaired and moderated by Dr Hossain Zillur Rahman, executive chairman of the Power and Participation Research Centre (PPRC) and chairperson of BRAC.

The publications and discussion event were organised by the Society for Environment and Human Development (SEHD), Bratyjan Resource Center (BRC) and PPRC.

Dr Hossain Zillur Rahman said, “Through this book, people will know more about the struggle of tea workers. Along with the fight on the ground, the fight for knowledge must continue and everyone must be involved in it”

He also noted that businesses have developed an addiction to obtaining cheap labour, which affects all types of workers. He called for the struggle to be continued from every place, using intelligence and the power of justice.

Cha Sramiker Katha focuses on the general condition of tea workers and the tea industry of Bangladesh, while Cha Sramiker Mojuri: Maliker Labh, Sramiker Loksan is an investigative report with various data and analysis on the unprecedented 19-day strike of tea workers in August 2022 for demanding wages and fair wages.

Other discussants at the event included United News of Bangladesh (UNB) Editor Farid Hossain, Dhaka University (DU) Department of Economics Professor Dr MM Akash, DU Department of Women and Gender Studies Professor Dr Sanzida Akhter, Barrister Jyotirmoy Barua, representatives of tea workers, trade union leaders, distinguished economists, educationists, and human rights activists.

Accessed at: <https://businesspostbd.com/economy/intellectual-struggle-essential-to-secure-tea-workers-rights-experts>

‘মালিকদের অতি মুনাফার লোভে বঞ্চিত চা শ্রমিকরা’

নিজস্ব প্রতিবেদক

Dhaka Mail, ১১ নভেম্বর ২০২৩



মালিকদের অতি মুনাফার লোভে চা বাগান শ্রমিকরা দিনের পর ঠকছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনেরা। তারা বলেন, মূলধারার শ্রমিকেরা যা পায়, চা শ্রমিকেরা তাও পায় না। চা বাগান মালিকদের অতি মুনাফার লোভে, শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও দেশে এমন মজুরি বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

শনিবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে চা শ্রমিকদের নিয়ে দুটি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব আলোচকরা এসব কথা বলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি হলো, ‘চা শ্রমিকের কথা’ এবং ‘চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান’। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

আয়োজকেরা জানান, চা শ্রমিকদের নিয়ে লেখা গ্রন্থ দুটিতে চা শিল্পের চিত্র ও শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা ওঠে এসেছে। ৪৪৮ পৃষ্ঠার ‘চা শ্রমিকের কথা’ গ্রন্থটি মূলত চা শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের চা শিল্প নিয়ে। বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ৪০০ টাকা। অন্যটি চা শ্রমিকের মজুরি এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে ২০২২-এর আগস্টে চা শ্রমিকদের ১৯ দিনের নজিরবিহীন ধর্মঘট নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং নানা তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ। ১২৮ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ধরা হয়েছে ২০০ টাকা।

প্রকাশনা উৎসবে আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, স্বাধীনতার কত বছর পরও কেন শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিয়ে আলোচনা করতে হবে? কেন শ্রমিকদের রাস্তায় নেমে গুলি খেয়ে মরতে হবে? চা শ্রমিকের

ওপর যুগের পর যুগ জুলুম হচ্ছে। ন্যায্য সুবিধা না দিয়ে আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে মালিকেরা শ্রমিকদের নিপীড়ন করছে।

অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, সমাজের একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থা করছে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী। তারা প্রায় দেড়শ বছর ধরে ক্রমাগত শোষণের শিকার। মূলধারার শ্রমিকেরা যা পায়, চা শ্রমিকেরা তাও পায় না। দেশে ন্যূনতম মজুরি আইন সব সেক্টরের জন্য এক রকম থাকা দরকার। শ্রমিকের মজুরি বাড়ানো হলে, মালিকের মুনাফা কমে। তাই অতি মুনাফার লোভে মালিকেরা শ্রমিকদের ঠকাচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশের (ইউএনবি) সম্পাদক ফরিদ হোসেন, চা শ্রমিকদের নিয়ে লেখা দুটি গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক ফিলিপ গাইন, অধ্যাপক সানজিদা আক্তার, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা তপন দত্ত, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নূপেন পাল প্রমুখ।

Accessed at: <https://dhakamail.com/national/131150>

চা-শ্রমিকদের নিয়ে দু'টি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভা

Rowshon Jhunu

Open Press, November 11, 2023

রওশন জুনা, ঢাকা : “কষ্ট নীরবে সইলে হবে না, যে ব্যক্তি এই কষ্ট লাঘব করতে পারবে তার সামনে শক্ত কঠে তা তুলে ধরতে হবে। আবার লড়াই শুধু মাঠের নয়, লড়াই সর্বত্র, সবার। যখন মাঠের লড়াইয়ের সাথে জ্ঞানের লড়াইটাও যুক্ত হবে, তখনই কঠ শক্তিশালী হবে। আর আজকের এই গ্রন্থ দু'টি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তার সূচনা হলো বলে আমি মনে করি।”

চা শ্রমিকদের নিয়ে লেখা দু'টি গ্রন্থ— ‘চা শ্রমিকের কথা এবং চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান’ এর প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও পিপিআরসি’র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এসব কথা বলেন।

আজ ১১ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তৃতীয় তলায় আব্দুস সালাম মিলনায়তনে সোসাইটি ফর এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এই প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

গ্রন্থ দু'টির লেখক, সম্পাদক ও সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন তার বক্তব্যে বলেন, “চা শ্রমিকের কথা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ যখন ২০২২ সালে বের করার পরপরই ইতিহাসের এক নজিরবিহীন ধর্মঘট ঘটে যায় চা বাগানে। এর ফলে শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ১২০ টাকা থেকে ১৭০ টাকা হয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে। এ মজুরি যথেষ্ট না হলেও চা শ্রমিকরা তা মেনে নিয়ে কাজে যোগ দেন। এই নজিরবিহীন ধর্মঘটের আগেপরে মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটতে থাকে সেসবের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়ে চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান বইটি।”

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন চা শ্রমিক প্রতিনিধি ও জুড়ি ভ্যালির সহ-সভাপতি শ্রীমতি বাউরি। “আমরা চা শ্রমিকরা আমাদের ১৫০ বছরের কষ্টের জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি। ২০২২ সালে ১৯ দিনের ধর্মঘটের সময় আমরা ৩০০ টাকা মজুরি চেয়েছিলাম, কিন্তু পেলাম ১৭০ টাকা। তাও আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু বকেয়ার টাকা কেনো পুরোটা দেয়া লোল না? কিছু বাগান তো এখনও বকেয়ার টাকা পায়নি। তার উপর মালিকপক্ষ যে হিসাব দেখায়, সব সুবিধা মিলিয়ে দৈনিক মজুরি ৫৪০ টাকা, তা কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না।”

“মজুরি বাড়ানোর কথা আসলেই মালিকপক্ষ বলে, তাদের পক্ষে মজুরি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। যদি বাগান-ব্যবসায় লাভ না থাকতো তবে কেনো আপনারা বিনিয়োগ করলেন? কীভাবে একটি বাগান থেকে মালিকের দু’টি বাগান হয়? প্রশ্ন তুলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ (বিইআর)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এম আকাশ। “আজকে যদি শ্রমিকের নিজস্ব একটা সঞ্চয় থাকতো তাহলে ধর্মঘট আরও লম্বা সময় করে পুরো ৩০০ টাকাই আদায় করতে পারতো। কিন্তু বন্দীদশায় আবদ্ধ শ্রমিকের তো সেই সামর্থ্য নেই। তারা হলো ‘দরিদ্রদের মাঝে দরিদ্রতম’।”

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া শ্রম আইন প্রসঙ্গে বলেন, “এই আইনের ৩২নং ধারার যদি সঠিক প্রয়োগ হয়, তবে পঞ্চম তফসিলে যেসব সুবিধার ধারা আছে, সেগুলোর প্রয়োগ নেই কেনো? আইনকে শুধু নিজের সুবিধামতন ব্যবহার করলে তো হবে না। যতোদিন শ্রমিককে বঞ্চিত রেখে শুধু চা বাগানকে সম্পদ মনে করবেন, ততোদিন সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।”

ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)-এর সম্পাদক মি. ফরিদ হোসেন বলেন, ‘আজকে যে বই দু’টোর মোড়ক উন্মোচিত হলো, আমি মনে করি এগুলো সাংবাদিকদের জন্য এক কথায় জ্ঞানকোষ। তিনি বলেন, এখানে যেমন চা শ্রমিকের কষ্টের কথা উঠে এসেছে, পাশাপাশি তাদের সাফল্যেরও কিছু গল্প উঠে এসেছে। আমাদের সাংবাদিকদের দায়িত্ব দৈনন্দিন রিপোর্টিং এর পাশাপাশি সাফল্যের গল্পসমূহ তুলে ধরা।”

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মি. নূপেন পাল, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার, চট্টগ্রাম এর সভাপতি মি. তপন দত্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সানজীদা আখতার।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশনা ও আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটে।

Accessed at: http://openpress24.com/?p=1132&fbclid=IwAR23pg-ZVNG4t_8kICGoJ51dsbC484VPukjYQ30d6YyWuBXdJwm0_v8vAE

চা শ্রমিকদের নিয়ে দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদক

the report, নভেম্বর ১১, ২০২৩

চা শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে বই দুটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান এয়োজন করে এর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফর এনভায়রনম্যান্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট (সেড)।

“চা শ্রমিকের কথা” নামে ৪৪৮ পৃষ্ঠার বইটি সম্পাদনা করেছেন সেড’র পরিচালক ফিলিপ গাইন। এতে চা শ্রমিকদের বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার চিত্র উঠে এসেছে। এছাড়াও আছে চা বাগানের নাম, সংখ্যা, উৎপাদিত চায়ের পরিমাণসহ বিস্তারিত তথ্য। এতে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে।

অপর বইটির নাম “চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান”। চা শ্রমিকের মজুরি, ন্যায্য মজুরির জন্য আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বইটির লেখক ফিলিপ গাইন।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ফিলিফ গাইন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম এম আকাশ, মোহাম্মদ তানজিমুদ্দিন খান ও চা শ্রমিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

Accessed at: <https://bn.thereport.live/arts/unveiling-of-two-books-on-tea-workers/40322>

আজকের পত্রিকা

১৩ নভেম্বর ২০২৩

চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

সম্পাদকীয়

প্রকাশ: ১৩ নভেম্বর ২০২৩, ০৭:৫২

চা-শ্রমিকদের জীবনে বঞ্চনার শেষ নেই। যদিও বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে তাঁদের কষ্টের শেষ নেই। খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য তাঁরা বিভিন্ন সময় আন্দোলনে নেমেছেন, কিন্তু কাজক্ষিত মজুরি আদায় করতে পারেননি। মালিকদের কাছে তাঁদের জীবন বর্গা দিয়েই চলতে হচ্ছে। চা-শ্রমিকদের মজুরি এবং তাঁদের জীবনের কাহিনি নিয়ে দুটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার আজকের পত্রিকায় এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালেই জানা যায়, ১৮৪০ সালে যখন ভারতবর্ষে চা চাষের যাত্রা শুরু হয়, তখন চা-বাগানের জন্য শ্রমিক পাওয়া যেত না। শ্রমিক সংগ্রহের জন্য মালিক ও সরকার কৌশলী ভূমিকা নেয়। ওই সময় তাঁদের ভারতের নানা স্থান থেকে বিভিন্ন প্রলোভন, ভয়, বিশেষ ক্ষেত্রে অপহরণ এবং সহিংসতার মাধ্যমে ধরে

আনা হয়েছিল, যা অনেকটা দাস ব্যবসার মতো ছিল। তাঁরা দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা এবং দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। এভাবেই তাঁরা বংশপরম্পরায় এখনো আমাদের চাশিল্লকে বিশ্বের দরবারে যথাযথ স্থানে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রথমে চা চাষ শুরু হয় ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায়। সেই হিসাবে দেড় শ বছরের বেশিসময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘোরেনি।

২০১৮ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও ইউনিসেফের এক জরিপ মতে, চা-বাগানের ৭৪ শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, তাঁদের জীবনের মান কোন পর্যায়ে আছে। শ্রীলঙ্কা ও ভারতে একজন চা-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি যথাক্রমে ৫ ও ২ মার্কিন ডলারের বেশি। আর বাংলাদেশে ১৭০ টাকা। এর ওপর যোগ হয় আবাসন, শিশুস্বাস্থ্য, বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য ভাতা। কিন্তু কাগজে লেখা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে এসব সুবিধা তাঁরা পান না। বর্তমান বাংলাদেশের সবকিছু উর্ধ্বগতির বাজারের সঙ্গে এই মজুরি কতটুকু বাস্তবসম্মত?

বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকেরা যেসব সুবিধা পেয়ে থাকেন, চাশিল্লের শ্রমিকেরা সেই সব সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। যেমন অন্যান্য শিল্পে কর্মরত শ্রমিকেরা ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এবং ১৮ দিন কাজ করে এক দিনের অর্জিত ছুটি পান। কিন্তু চা-শ্রমিকেরা এই ছুটি পান না। আর তাঁরা এক দিনের অর্জিত ছুটি পান ২২ দিন কাজ করে।

বাংলাদেশের চা-শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার-পরিজন শুধু দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ নয়, এরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং পেছনে পড়ে থাকা মানুষ। এ জন্য চা-শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার করতে হলে প্রথমেই শ্রম আইন ও বিধিমালা তাঁকে যেসব অধিকার দেয়, সেসব নিশ্চিত করতে হবে। আমরা মনে করি, চা-শ্রমিকদের শ্রমের যথাযথ মজুরি দেওয়া দরকার। চা-শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের শোষণের ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকেও বেরিয়ে আসা দরকার। এ জন্য দেশের সব সেক্টরের মতো করে চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

Accessed at: <https://www.ajkerpatrika.com/302574/%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%82%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF>

হোসেন জিল্লুর রহমান বললেন শ্রমিকরা তাদের কথা শোনানোর সুযোগও পাচ্ছে না

সমকাল প্রতিবেদক

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, চা-শ্রমিকসহ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকরা তাদের কষ্টের কথা শোনাতে চাইছে। কিন্তু এখন শ্রমিকরা তাদের কথা শোনানোর সুযোগও পাচ্ছে না। গতকাল শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে চা শ্রমিকদের নিয়ে দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে তিনি এসব কথা বলেন।

জিল্লুর রহমান বলেন, 'দেশের চা শ্রমিকরা তাদের কষ্ট বহন করে আসছে শতাব্দীকাল ধরে। তারা যে প্রশ্ন তুলছে, তা ন্যায্যতার প্রশ্ন, অন্যথা কিছুই নয়। তবে শ্রমিকদের নানা ধরনের অঙ্কের মারপ্যাঁচে ফেলে দেওয়া হয়। এখন শ্রমিকদের তাদের দাবির আন্দোলনের পাশাপাশি অঙ্কের যুদ্ধও করে যেতে হবে।'

প্রকাশনা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) ও পাওয়ার অ্যান্ড পার্টসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)। অনুষ্ঠানে অতিথি ও আলোচক হিসেবে ছিলেন চা শ্রমিকদের প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকারকর্মী।

এ সময় 'চা শ্রমিকের কথা' ও 'চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান' বই দুটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। 'চা শ্রমিকের কথা' বইটি মূলত চা শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের চা শিল্প নিয়ে। অন্যটি ন্যায্য মজুরির দাবিতে ২০২২ সালের আগস্ট মাসে চা শ্রমিকদের ১৯ দিনের নজিরবিহীন ধর্মঘট নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং নানা তথ্য ও বিশ্লেষণ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের অধ্যাপক এম এম আকাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান, সেডের পরিচালক ফিলিপ গাইন, ইউএনবি'র সম্পাদক ফরিদ হোসেন, আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, চা শ্রমিকনেতা তপন দত্ত, চা শ্রমিক শ্রীমতি বাউরি প্রমুখ।

দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব শ্রমিকেরা তাঁদের কথা শোনাতে পারছেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, চা-শ্রমিকসহ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকেরা তাদের কষ্টের কথা শোনাতে চাইছেন। কিন্তু এখন শ্রমিকেরা তাঁদের কথা শোনাতে সুযোগও পাচ্ছেন না।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল শনিবার চা-শ্রমিকদের নিয়ে দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে এ কথা বলেন অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর। প্রকাশিত বই দুটি হলো 'চা শ্রমিকের কথা' ও 'চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান'।

'চা শ্রমিকের কথা' বইটি মূলত চা-শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের চা-শিল্প নিয়ে। অন্যটি চা-শ্রমিকের মজুরি এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে ২০২২ সালের আগস্ট মাসে চা-শ্রমিকদের ১৯ দিনের নজিরবিহীন ধর্মঘট নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং নানা তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ নিয়ে।

প্রকাশনা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজক সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

'চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান' বইটিতে বলা হয়েছে, 'দেশের চা-শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম। বাংলাদেশের অন্য কোথাও চা-শ্রমিকের মজুরি থেকে কম মজুরি আছে বলে জানা যায় না। ২০১৯-২০২০ সালে তাদের দৈনিক মজুরি ছিল ১২০ টাকা, তার আগের দুই বছর ছিল ১০২ টাকা (এ মজুরি 'এ' শ্রেণির বাগানের জন্য: 'বি' ও 'সি' শ্রেণির বাগানে মজুরি আরও এক-দুই টাকা কম)। আর ২০০৮ সালে একজন চা-শ্রমিকের মজুরি ছিল ৩২ টাকা ৫০ পয়সা।'

হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের অধ্যাপক এম এম আকাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান, ইউএনবি'র সম্পাদক ফরিদ হোসেন, আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, চা-শ্রমিকনেতা তপন দত্ত, চা-শ্রমিক শ্রীমতি বাউরি প্রমুখ।

হোসেন জিল্লুর বলেন, নানা ধরনের অঙ্কের মারপ্যাঁচে দেশের চা-শ্রমিকসহ বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের ফেলে দেওয়া হয়। এখন শ্রমিকদের তাঁদের দাবির আন্দোলনের পাশাপাশি অঙ্কের যুদ্ধও করে যেতে হবে।

সস্তা শ্রমের আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

— ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, 'সস্তা শ্রমের দেশ থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। সস্তা শ্রমের আসক্তি থেকে মালিক ও



ড. হোসেন জিল্লুর

নীতিনির্ধারণকর্মের সবাইকে মুক্ত হতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দাড়াইটি আমাদের নবায়ন। কারণ (যুক্তিসংকলনে) আমরা ন্যায্য সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম।

মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্নের সঙ্গে এই অবস্থা কোনোভাবেই যায় না।

চা-শ্রমিকদের নিয়ে দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে শ্রমিক আন্দোলন গ্রসকে কথাগুলো বলছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। গতকাল শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এই অনুষ্ঠান হয়।

‘চা শ্রমিকের কথা’ ও ‘চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান’ বই দুটির প্রকাশনা উৎসবে তিনি বলেন, শতাব্দীকাল ধরে চা-শ্রমিকরা তাদের কষ্ট বহন করে আসছেন। নানা ধরনের অধির মারপ্যাচে দেশের চা-শ্রমিকসহ বিভিন্ন বাতের শ্রমিকদের ফেলে দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের তাদের দাবির আন্দোলনের পাশাপাশি অধির যুক্ত করে যেতে হয়।

হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সম্মেলনীয় অনুষ্ঠানে আরও আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়ো অব ইকোনমিক রিসার্চের অধ্যাপক এম এম আকাশ, ইউএনবিএর সম্পাদক ফরিদ হোসেন, সুখিম কোর্টের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, চা-শ্রমিক নেতা তপন দত্ত, চা-শ্রমিক শ্রীমতি বাউরি। সোপাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (রিহারসি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি সেন্টার (পিপিআরসি) এ খনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের চা-শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম। বাংলাদেশের অন্য কোথাও চা-শ্রমিকের মজুরি থেকে কম মজুরি আছে বলে জানা যায় না। ২০১৯-২০ সালে তাদের দৈনিক মজুরি ছিল ১২০ টাকা, তার আগের দুই বছর ছিল ২০২ টাকা (এ মজুরি ‘এ’ শ্রেণির বাগানে জনা: ‘বি’ ও ‘সি’ শ্রেণির বাগানে মজুরি আরও এক-দুই টাকা কম)। আর ২০০৮ সালে একজন চা-শ্রমিকের মজুরি ছিল ৩২ টাকা ৫০ পয়সা। চা-শ্রমিকের

মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান’ বইটিতে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের চা-বাগানগুলোতে কাজ করেন ১ লাখ ৪০ হাজার ১৮৪ জন শ্রমিক। সে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১৫৬টি চা-বাগানে গবেষণা চালিয়ে এসব বাগানে ৮০টির মতো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী পেয়েছে। তাদের মধ্য থেকে ২৫টি সরকারের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর তালিকা তৈরি হতে পারে। বই দুটির লেখক ও সঁেডের পরিচালক ফিলিপ গাইন বলেন, ‘চা-শ্রমিকদের অনেক কম মজুরি দিয়ে বাগানে ধরে রাখার কৌশল এখনো মালিকরা ব্যবহার করছেন। তবে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকরা প্রতিবাদের চেষ্টা করেন। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে চা-শ্রমিকরা বেশির ভাগই-সমাবেশ ও ধর্মঘট করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধর্মঘট আমরা দেখলাম ২০২২ সালের ৯ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। ফিলিপ গাইন বলেন, চা-শ্রমিকের প্রতি সুবিচার করতে স্রম আইনের বাস্তবায়ন এবং স্রম আইনে চা-শ্রমিকদের প্রতি যে বৈষ্য বিন্যাস, তা দ্রুপ করতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাসংলগ্ন দায়িত্ব ও মালিকের দায়বদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে।

বইগুলো চা-শ্রমিক ও চা-জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থা বুঝতে সহায়ক হবে। #

Books Explain Tea Workers' Deprivation

Fahmida Afroze Nadia and Philip Gain



The story of tea plantation workers of Bangladesh is one of captivity, deprivation and exploitation that has no end. Descendants of the indentured labour force, they remain tied to the tea gardens. Most of them are non-Bangalee, lower caste Hindu, Adivasis, Bihari Muslims, and their ethnic composition is unique.

Society for Environment and Human Development (SEHD) has been closely following the tea workers and the tea industry for two decades now. Its research, investigation and visual documentation have resulted in volumes of publications, investigative reports and three documentary films.

Its latest two books—*Cha Sramiker Katha* (The Story of the Tea Workers) edited by the writer and *Cha Sramiker Mojuri: Maliker Labh, Sramiker Loksan* (Wages of Tea Workers: Owners Win, Workers Lose) authored by the writer—were launched on 11 November 2023. While *Cha Sramiker Katha* is about the overall condition of the tea workers and the tea industry of Bangladesh, the other book concentrates on the tea workers' wages and their unprecedented 19-day strike in August 2022 for a daily cash pay of BDT 300.

A group of tea workers including their top leaders traveled to Dhaka to attend the book launch ceremony and narrated their ordeals. A panel of economists, academics,

and trade union leaders spoke strongly in favour of the tea workers. They concurred with messages that the books transpire and added their insights.

“Soon after the release of the second edition of *Cha Sramiker Katha* in 2022, an unprecedented 19-day strike appeared as an upheaval in the tea gardens. The strike came to end only after Prime Minister Sheikh Hasina intervened and fixed the daily cash wage of workers at BDT 170, a rise from BDT 120. Although this increase did not fulfill the tea workers demand of BDT 300 in daily cash pay, the tea workers accepted it and went back to their work. *Cha Sramiker Mojuri: Maliker Labh, Sramiker Loksan* reviews and analyzes the events leading up to and after this unprecedented strike,” said Philip Gain, author and editor of the books and director of SEHD.

Fair wage is always the most pertinent issue and concern of the tea workers. “It is at the incitement of the owners of the tea gardens that increase of wage fell much short of what we demanded,” said Nripen Paul, the acting general secretary of Bangladesh Cha Sramik Union (BCSU), the lone trade union in the tea industry. It is also the largest trade union in Bangladesh.

“We are deprived of our legitimate benefits including legal entitlements and protection,” added Sreemoti Bauri, vice president of Juri Vally of BCSU, one of the seven valleys in

the tea growing districts.

The second book on workers' wage and unprecedented strike of August 2022 that brought the tea industry to a standstill elaborately discusses the wage issues of the tea workers. In this book, the author explains how the owners' calculation of daily wage of a worker that amounts to more than BDT 500 (USD 4.5) is seriously flawed. Benefits that the labour legislation allows to be added to the cash pay is less than BDT 300 (USD 2.7).

This wage is around half of what an agricultural worker in Bangladesh gets and lot less than what lowest grade workers in other sectors get.

"The employers unjustly calculate the wages. They ignore the labour law in their calculation," said Barrister Jyotirmoy Barua, a lawyer practicing in the Supreme Court of Bangladesh. "This attitude of the employers must change."

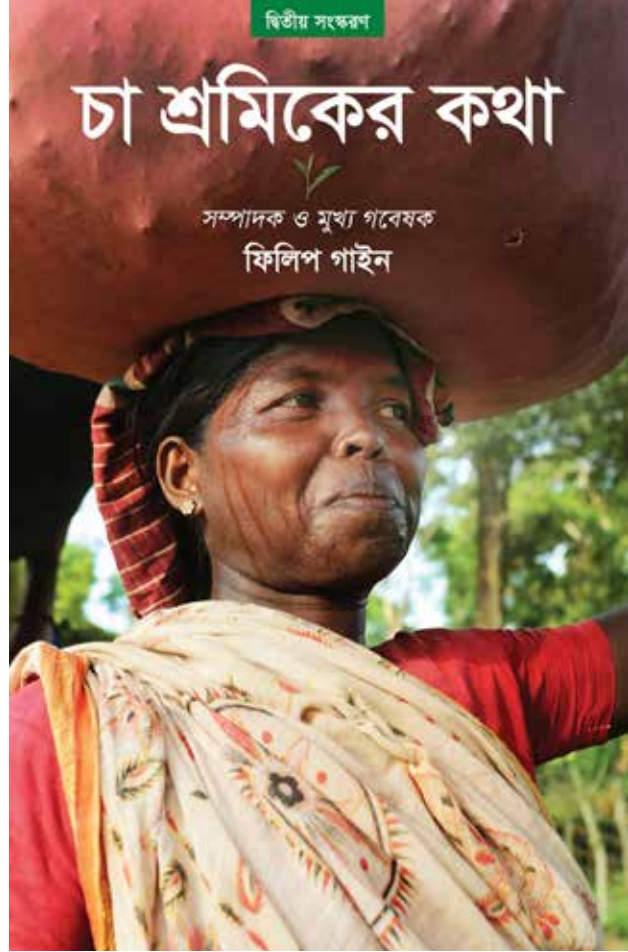
On the minimum wage issue, Professor M.M. Akash, Chairman of Bureau of Economic Research (BER) of Dhaka University said, "Whenever it comes to increase tea workers' wage, the owners say it is not possible. It is an eyewash." He directed a question to the owners, "Why, you big companies, are taking over the tea gardens if you are not making good profits? If you do not make profit, why would you invest in the tea industry?"

"Tea workers' job requires hard work. So, they should be paid enough so that they are able to nourish themselves adequately to be strong enough to work for eight hours. This major issue has to be taken into account while fixing their minimum wage," Prof. Akash added.

"An audit of profit and loss of each tea garden must be carried out and made public before the owners claim 'we are unable to pay more than this'. Because their luxurious lifestyle is telling something else," remarked the editor of United News of Bangladesh (UNB), Mr. Farid Hossain.

Prof. Akash also pointed out how the poor economic status of the tea workers affects their fate. "If the workers had been financially well-off their 19-day strike would have lasted longer and workers could secure BDT 300 instead of BDT 170. Unfortunately, they are the 'poorest among the poor'."

Dr. Hossain Zillur Rahman, a senior economist and chair of the book launch, talked on how important it is to pay just wages to the tea workers. "We are dreaming of turning



Bangladesh into a middle-income country. To see that dream come true, we must free our policy-sphere,” said Dr. Rahman. “We cannot become middle-income country with cheap labour such as the tea workers.”

Slashing of tea workers’ arrear is another facet of deprivation alongside their unjust wage. After prime minister fixed their daily cash pay at BDT 170, they were supposed to receive around BDT 30,000 in arrear for 20 months. But each got BDT 11,000. “Such a big slash has been possible because of maneuvering of the employers and failure of the union leaders in the tea sector,” Prof. Akash observed.

“The tea workers do not have much liberty to choose their work independently outside the garden. To try that they have to leave their houses inside the plantation, which they cannot afford because the country outside the tea gardens is unknown to them and they are completely landless,” remarked Prof. Akash. “All these factors compel them to remain tied to the tea gardens at least to secure a place to live. This condition restricts them from competing for jobs with others outside the plantation.”

Barrister Barua echoed this land rights issue in his discussion: “If owners follow Section 32 of labour law diligently, then why do they not pay heed to the benefits provided by Fifth Schedule of the Labour Rules 2015? Law cannot be used only to the employers’ convenience.

The industry will develop in the right direction only when owners will consider workers as assets, not just the gardens.”

“Two books that are launched today are encyclopedic for journalists,” observed Mr. Farid Hossain. “While exploitation and hardships of the tea workers are documented in these books, some of their success stories are also highlighted. Our journalists should also focus and report such human-interest stories of tea workers.”

On the significance of struggle of the tea workers in the field, Dr. Hossain Zillur Rahman said, “When the fight in field is joined by the fight with knowledge at the national level, the voice of the tea workers gets stronger. And I think with the books launched today, we have set the stage for such a collaboration. So, let us leave this publication ceremony with a feeling of strength.”

“The books launched have unveiled the tea workers situation,” said Tapan Datta, a life-long labour leader and adviser to BCSU since 1970. “These publications are another struggle like that of tea workers. It is for SEHD that tea workers’ land rights issues have come to the fore.”

Among others who spoke at the book launch included Prof. Tanzimuddin Khan and Prof. Sanjida Akhter of Dhaka University; Dhona Bauri, BCSU leader; and Abdullah Kafee of CPB. □

